বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
(বিশেষ আদি অধিক্ষেত্র)

রীট পিটিশন নং- ১৪৫৩৮/২০১২

যে বিষয়ে-

বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একটি আবেদনপত্র।

এবং

যে বিষয়ে

হিউম্যান রাইট এবং পিচ ফর বাংলাদেশ

------ দরখাস্তকারী।

বাংলাদেশ সরকার গং

---- প্রতিপক্ষগণ।

জনাব মনজিল মোর্শেদ, আইনজীবি

---- দরখাস্তকারীপক্ষে।

জনাব মাহবুবে আলম, অ্যাটর্নি জেনারেল সঙ্গে
জনাব অমিত তালুকদার, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব তাওফিক সাজাওয়ার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব এম এম জি সারওয়ার (পায়েল), সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল
জনাব মোঃ সামিউল আলম সরকার, সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল

----- প্রতিপক্ষগণের পক্ষে।

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, আইনজীবি
জনাব প্রবীর নিয়োগী, আদালতের সহায়তাকারী আইনজীবি

---- ৮ হইতে ১০ নং প্রতিপক্ষের পক্ষে।

শুনানী ঃ ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ এবং

রায় প্রদানঃ ০৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ।

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম

বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান ঃ

ইহা একটি জনস্বার্থ মূলক রীট মোকদ্দমা।

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশে নামক একটি সংগঠনের নির্বাহী কমিটির সম্পাদক এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব আসাদুজ্জামান সিদ্দিক এই মামলাটি

দায়ের করলে অত্র আদালত বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিবাদীগণ বরাবরে বিগত ৩০/০৯/২০১২ তারিখে নিম্নলিখিত Rule Nisi জারী করেনঃ-

Let a Rule Nisi be issued calling upon the respondents to show cause as to why a direction should not be given upon the respondents to stop encroachment and earth filling in the pond situated at Jhautola (2^{nd} Goli), Hospital Road, P.S. kotwali, District–Barisal, and why a direction should not be given upon the respondents to protect the same pond in effective manner and /or pass sech other or further order or orders as to this may seem fit and proper.

এ ছাড়া Rule Nisi আদেশের সাথে নিম্মেবর্ণিত অন্তবর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়, Pending hearing of the Rule, the parties are directed to maintain statusquo in respect of possession and position of construction work /stop encroachment/ earth filling in the pond situated at Jhautola (2 nd Goli), Hospital Road, P.S Kotwali, District- Barisal for a period of 3(three) monts from date এবং পরবর্তীতে রীট আবেদনকারীপক্ষের আবেদনে সময়ে সময়ে উক্ত অন্তবর্তীকালিন আদেশ বৃদ্ধি করা হয়।

অত্র রীট মোকদ্দমাটি নিস্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত আকারে নিম্নরুপঃ-

জেলা-বরিশাল, থানা কোতোয়ালী মৌজা-বগুড়া -আলেকান্দা, হাসপাতাল সড়কের ঝাউতলা দ্বিতীয় গলিস্থ সি,এস ৩৮.০৭ খতিয়ানের ২৬৯৮ দাগের পুকুরটির (অত:পর পুকুরটি বলিয়া উল্লিখিত হবে) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ (অত:পর আইন,১৯৯৫ বলে উল্লেখিত হবে) এবং মহানগর ও বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকায় খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ (অত:পর আইন,২০০০

বলে উল্লেখিত হবে) এর বিধান ভংগ করে বেআইনীভাবে পুকুরটির স্বাভাবিক অবস্থান অতিক্রম করে মারাত্নকভাবে পরিবেশ দুষণ করে মাটি ভরাট করা হচ্ছে।

উক্ত পুকুরটির পাশে বসবাসকারীগণ তাদের দৈনন্দিন কাজে দীর্ঘদিন ধরে পুকুরটির পানি ব্যবহার করে আসছেন। প্রচলিত আইন ভংগ করে পুকুরটি ভরাটের কাজ শুরু করা হলে পুকুরটি রক্ষার দাবীতে বরিশাল নগরীতে মানববন্ধন করা হয় যা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে । এ ছাড়া স্থানীয় জনসাধারণ পুকুরটি রক্ষার জন্য বরিশালের পৌর মেয়রের নিকট লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। প্রতিপক্ষগনের উপর আইন অনুযায়ী দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা থাকলেও তারা তা ভংগ করে বেআইনীভাবে পুকুরটিতে মাটি ভরাটের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এই রকম নদী/পুকুর ভরাট করে ইমারত নির্মাণের ফলে ক্রমাগতভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং ঐসকল এলাকার জীবনমান ক্রমশ: ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। অত্র মোকদ্দমার অধিকাংশ প্রতিপক্ষ অভিজ্ঞ সরকারী কর্মকর্তা এবং তারা প্রচলিত বিধি বিধান সম্পর্কে সম্যক ভাবে অবহিত আছেন । পুকুরটিতে মাটি ভরাটের পদক্ষেপ গ্রহণের কারনে এবং অন্যকোন সুফলপ্রদ বিকল্প প্রতিকার না থাকায় আবেদনকারী বাধ্য হয়ে অত্র রীট আবেদনটি দায়ের করেন ।

অত্র রীট আবেদনের প্রতিবাদে ২ নং প্রতিপক্ষ ডেপুটি কমিশনার, বরিশাল হলফনামা এবং একটি সম্পুরক হলফনামা দাখিল করেন। উক্ত হলফনামা এবং সম্পুরক নামার বক্তব্য নিম্নরুপঃ-

বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সংগঠন (বেলা) হতে উক্ত পুকুরটি সম্পর্কিত একটি আইনগত নোটিশ প্রাপ্তিঅন্তে পরিবেশ অধিদপ্তরের উচ্চমান রসায়নবিদ (Senior Chemist) পুকুরটি পরিদর্শন করে উহা সংরক্ষনের জন্য সুপারিশ করলে পুকুরটি ভরাট না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে জনৈকা শিরিন রহমানকে অবহিত করানো হয়। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ৬ টি পুকুরের বিষয়ে তদন্ত করে পুকুরগুলির সীমানা অতিক্রম ও মাটি ভরাট বন্ধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনী পদক্ষেপ গ্রহনের জন নির্দেশ দেয়া হয় এবং বিষয়টি পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকাকে অবহিত করা হয়। অত্র রীট মোকদ্দমাটিতে বিতর্কিত ঘটনাসমূহ জড়িত এবং পুকুরটির বিষয়ে

অত্র রীট মোকদ্দমার পূর্বেই বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারধীন থাকায় অত্র রীট মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় নয়।

এছাড়াও অত্র রীট পিটিশনের আপত্তিতে ৮-১০ এবং ১২ নং প্রতিপক্ষও একত্রে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন। উক্ত হলফনামার বক্তব্য নিম্নরুপঃ-

জেলা জরীপে নালিশী ৩৬০৭ দাগের জমি $\frac{১১৪৮}{১/২}$ এবং $\frac{১১৪৯}{১/২}$ খেবটে নীম হাওলা ১১৭৬/১১৭৭ নম্বরে রেকর্ড হয় এবং উক্ত জমি নিলামে বিক্রয় হলে জনৈকা বিজনবালা রায় বিগত ০৬.০৬.১৯৫৩ তারিখে উহা খরিদ করেন। উক্ত নিলাম খরিদকালে আর,এস জরীপ চলমান থাকায় উক্ত জমি ২৬৯৮ দাগে আর,এস ৩৮১৩ ও ৩৮০৭ খতিয়ানে ভ্রমাত্নকভাবে উক্ত নিলাম দেনদার জোগেশ চন্দ্র রায় এবং অন্যান্যের নামে রেকর্ড হয়। পরবর্তীতে নিলাম খরিদ্দার বিজন বালার নামে এস,এ ২৩১৯ খতিয়ানে অর্ধেক জমি রেকর্ড হয় এবং অর্ধেক জমি এস,এ ২৮৩০ খতিয়ানে ভ্রমাত্নকভাবে জোগেশ চন্দ্র রায় এবং অন্যান্যের নামে রেকর্ড হয়। বিজনবালা বিগত ২৯/০৬/১৯৬২ তারিখে নালিশী জমি জনৈক সুধীর কুমার সরকারের নিকট বিক্রি করেন এবং সুধীর কুমার সরকার উক্ত জমি বিগত ০৫/০৬/১৯৭২ তারিখে জনৈকা শিরিন রহমানের নিকট বিক্রি করেন। অতঃপর উক্ত শিরিন রহমান নালিশী জমি বাবদ আর, এস খতিয়ান নং ৩৮১৩ ও এস, এ খতিয়ান নং ২৮৩০ সংশোধনসহ নালিশী জমিতে স্বত্বের দাবীতে বরিশাল সদর মুনসেফ (বর্তমান সহকারী জজ) আদালতে দেওয়ানী ১৫৫/১৯৭৫ নং মোকদ্দমা দায়ের করে ডিক্রি প্রাপ্ত হন এবং উক্ত জমি বাবদ নিজ নাম পত্তনে খাজনাদী পরিশোধক্রমে উক্ত জমিতে স্বত্ববান ও দখলদার থাকাকালে উক্ত জমি বিগত ১৪/০৬/২০০৭ তারিখে রেজিষ্ট্রী কবলা দলিলমুলে এই প্রতিপক্ষগণ বরাবর হস্তান্তর করেন। এই প্রতিপক্ষগন নালিশী জমি বাবদ নিজ নিজ নাম পত্তনে খাজনাদী পরিশোধে উক্ত জমিতে স্বত্ববান ও দখলদার আছেন। নালিশী জমিটি ব্যক্তিগত (Private) পুকুর এবং এর চারিপাশে বসবাসকারী বাসিন্দাগন তাদের ব্যবহৃত বর্জ্যদ্বারা পুকুরটি ভরাট করছে ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। পুকুরটি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাস্টার প্লানের অন্তভূক্ত করা হয়নি ফলে আইন, ২০০০ আলোচ্য পুকুরটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আলোচ্য পুকুরটি প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের/ উৎসের কোন পুকুর না এবং উক্ত পুকুরের পানি জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত নয় বরং উহা মানুষের ব্যবহারের অযোগ্য। আলোচ্য পুকুরটি জনসাধারণ কর্তৃক কোনকালে ব্যবহৃত হতো না এ মর্মে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রত্যয়নপত্র দিয়েছেন। এছাড়া অত্র রীট পিটিশনে বিতর্কীত ঘটনাবলী জড়িত এবং এ বিষয়ে

বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারাধীন থাকায় রীট পিটিশনটি খারিজযোগ্য।

রীট আবেদকারীরপক্ষে জনাব মনজিল মোরশেদ বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট তাঁর দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত স্থানীয় বিভিন্ন সংবাদপত্রের ক্লিপিংস সহ আলোচ্য পুকুরটির সি, এস খতিয়ান এবং বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর স্থানীয় জনসাধারন কর্তৃক দাখিলকৃত দরখাস্তের কপির প্রতি দৃষ্টি আর্কষণপূর্বক নিবেদন করেন যে, আলোচ্য পুকুরটি সি, এস খতিয়ান প্রস্তুতের বহুপূর্বে খননকৃত ও স্থানীয় জনসাধারনের ব্যবহার্য এবং সে মতে উহা সি, এস ৩৮০৭ খতিয়ানের ২৬৯৮ দাগে রেকর্ডকৃত। পরবর্তীতে পুকুরটির মালিকানা পরিবর্তন হয়েছে । বর্তমান প্রচলিত আইনকে অমান্য করে পুকুরটির অস্তিত্ব বিলিন করার জন্য পুকুরটিতে মাটি ভরাটের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে স্থানীয় জনসাধারন এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করে যা স্থানীয়ভাবে প্রকাশিত একাধিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আইন, ২০০০ এর ৫ ধারার বিধান অনুসারে আলোচ্য পুকুরটির আকৃতিও প্রকৃতি পরিবর্তন করা বেআইনী এবং উক্ত আইনের ৮ ধারার বিধান অনুসারে উহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অপরদিকে ২ নং প্রতিপক্ষে জনাব অমিত তালুকদার, বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য পুকুরটি যাতে ভরাট করা না হয় সেমর্মে পুকুরটির পূর্বের মালিক শিরিন রহমানকে নোটিশের মাধ্যমে অবহিত করা হয়। তবে পুকুরটির প্রসংগে ঘটনাগত জটিল প্রশ্নে দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারাধীন থাকায় অত্র রীট মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় নয়।

এছাড়া ৮-১০ ও ১২ নং প্রতিপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান দাখিলী হলফনামার সমর্থনে বলেন যে, আলোচ্য পুকুরটি ব্যক্তিগত পুকুর এবং পুকুরটি প্রাকৃতিক পানি প্রবাহের/ উৎসের কোন পুকুর না । পুকুরটির পানি জনসাধারনের ব্যবহারের উপযুক্ত না এবং আইন, ২০০০ আলোচ্য পুকুরটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ ছাড়াও পুকুরটির সাথে ঘটনাগত জটিল প্রশ্ন জড়িত থাকায় দেওয়ানী আদালতে মামলা বিচারধীন বিধায় অত্র রীট পিটিশনটি খারিজযোগ্য।

সংশ্লিষ্ট পক্ষদের পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবিদের বক্তব্য শুনলাম । রীট আবেদন, ২ এবং ৮-১০ এবং ১২ নং প্রতিপক্ষে পৃথক পৃথকভাবে দাখিলকৃত হলফনামা এবং সংযুক্ত কাগজাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা হলো।

ইহা স্বীকৃত যে, আলোচ্য পুকুরটি বরিশাল নগরস্থ, বগুড়া-আলোকান্দা মৌজার হাসপাতাল সড়কের ঝাউতলা দ্বিতীয় গলির সি, এস ৩৮০৭ খতিয়ানের ২৬৯৮ দাগে অবস্থিত (সংযুক্তি B)।

সংযুক্তি A সিরিজ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য পুকুরটি ভরাট করার পদক্ষেপ গ্রহনের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয় যা ২৮/০৮/২০১২ ইং তারিখের স্থানীয় বিভিন্ন বাংলা দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

সংযুক্তি B পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পুকুরটি রক্ষাসহ সংস্কারের প্রার্থনায় উক্ত পুকুর সংলগ্ন ঝাউতলা এলাকাবাসী বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বরাবর লিখিত আবেদনপত্র দাখলি করেন।

অপরদিকে ২ নং প্রতিপক্ষে দাখিলী হলফনামা সহ সংযুক্তি -২ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (বেলা) কর্তৃক পুকুরটি ভরাট রোধ ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত দাখিলকৃত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগের সিনিয়র কেমিষ্ট বিগত ১৪/০৭/২০০৯ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করে উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল বরাবর উক্ত পুকুরটির বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত সার্বিক মতামত নিম্নে উদ্বৃত করা হলোঃ-

"সরেজমিনে পরিদর্শনকালে এবং স্থানীয় এলাকবাসীর সাথে আলাপকালে জানা যায়, পুকুরটির কোন অংশই ভরাট করেনি এবং স্থানীয় এলাকাবাসী জানায় যে, বর্তমানে পুকুরটি কেউ ভরাট করছে না। পুকুরটি পানি ও শ্যাওলায় পরিপূর্ণ কাজেই পুকুরটি সংরক্ষণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।"

সংযুক্তি-৩ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পুকুরটি ভরাট করা থেকে বিরত থেকে উহা সংস্কার করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য পুকুরটির তৎকালিন মালিক জনৈকা শিরিন রহমানকে পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় থেকে অবহিত করা হয়।

সংযুক্তি-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল মহানগরীর ৬ টি পুকুর সংরক্ষনের জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৫(১) ধারা মতে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষনা করার জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা বরাবর প্রস্তাব করা হয় এবং উক্ত ৬ টি পুকুরের মধ্যে ৩ নং ক্রমিকে আলোচ্য পুকুরটিও রয়েছে।

সংযুক্তি-৫ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় এর পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রে শাহ আমিনুল ইসলাম, মোঃ আকবর হোসেন, আলহাজ্জ আবদুল মান্নান ও মোঃ রিয়াজ চৌধুরীকে আলোচ্য পুকুরটি ভরাটের যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ রাখাসহ পুকুরটির মালিকানা সংক্রান্তে যাবতীয় কাগজপত্র দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন কারন উল্লেখে তারা উক্ত পুকুরটি ভরাটের যাবতীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন (সংযুক্তি-৬)।

সংযুক্তি-৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) পক্ষে বিভাগীয় কো-অর্ডিনেটর বরিশাল বিভাগ, বরিশাল বাদী হয়ে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মেয়রসহ অন্যান্যদের বিবাদী শ্রেনীভূক্ত করে আরজীর তফসিল বর্ণিত আলোচ্য পুকুরটিসহ অপর একটি পুকুরের সঠিক ঠিকানা নির্ধারণপূর্বক আংশিক ভরাটকৃত অংশের বালিমাটি অপসারন করে দখলদার উচ্ছেদপূর্বক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে ময়লা আবর্জনামুক্ত করত: সর্বসাধারনের ব্যবহার উপযোগী পরিবেশসম্মত সংরক্ষনের জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমা দায়ের করেন যা বর্তমানে বিচারাধীন রয়েছে।

এছাড়া ৮-১০ ও ১২ নং প্রতিবাদীপক্ষে দাখিলী হলফনামা সংযুক্তি ১ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান ৮-১০ নং ও ১২ নং প্রতিবাদী বিগত ১৪/০৬/২০০৭ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রী কবলা দলিলমূলে জনৈকা শিরিন রহমানের নিকট হতে নালিশী ২২.৫০ শতক জমি খরিদ করেন এবং উক্ত জমি বাবদ এস, এ ১১৭০৩ নং খতিয়ানে নিজ নিজ নাম পত্তন করেন (সংযুক্তি-1,A) এবং উক্ত জমি বাবদ খাজনাদী পরিশোধ করেন (সংযুক্তি-1, B, D-f) । এই প্রতিপক্ষ বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের মাষ্টার প্লানের কপি ও আলোচ্য পুকুরটি সম্পর্কে বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমার আরজীর কপি দাখিল করেছেন (সংযুক্তি-৩,৫)। এছাড়া বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রত্যয়নপত্র (সংযুক্ত-৩) দাখিল করেছেন যাতে নালিশী পুকুরটি ভরাট করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

শুনানীকালে প্রতিপক্ষদ্বয়পক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবিগন উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য পুকুরটি নিয়ে বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমা বর্তমানে বিচারাধীন থাকায় অত্র রীট মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় নয়।

এ প্রসংগে বরিশাল সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে বিচারাধীন দেওয়ানী ২৪০/২০০৯ নং মোকদ্দমার আরজী পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) পক্ষে বিভাগীয় কো-অর্ডিনেটর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল বাদী হয়ে মেয়র, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, জেলা প্রশাসক, বরিশাল, উপ-পরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর, বরিশাল এবং সভাপতি, মহাশশ্মান রক্ষা কমিটি, বরিশালকে বিবাদী শ্রেনীভুক্ত করে বরিশাল মহানগরীর এ পুকুরটি সহ অপর একটি পুকুরকে মামলার তফশিলভুক্ত করে উক্ত পুকুরদ্বয়ের সঠিক সীমানা নির্ধারনপূর্বক আংশিক ভরাটকৃত অংশের মাটি অপসারন করে এবং কোন স্থাপনা থাকলে উহা উচ্ছেদপূর্বক পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে উহা আবর্জনামুক্ত করত: জনসাধারনের ব্যবহারের নিমিত্ত বিবাদীদের প্রতি বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা দায়ের করেছেন ।

অপরদিকে অত্র রীট আবেদনকারীপক্ষের বক্তব্য এই যে ,আলোচ্য পুকুরটিকে আইন, ২০০০ ধারা ২(চ) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী জলাধার হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় তা সংরক্ষনের জন্য দ্রুত এবং ফলপ্রদ প্রতিকার (efficacious remedy) লাভের প্রার্থনায় জনস্বার্থে অত্র মামলা দায়ের করেছেন । ফলে অত্র রীট মোকাদ্দমাটি চলতে আইনগত কোন বাধা নেই।

বিজ্ঞ আইনজীবির উপরোক্ত বক্তব্যের সাথে আমরাও একমত । অতএব বর্তমান রীট মোকদ্দমাটি রক্ষনীয় ।

ইহা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলোচ্য পুকুরটি ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর।

বর্তমান মামলাটিতে একমাত্র আইনগত প্রশ্ন এই যে, এ পুকুরটি মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উম্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০ এর আওতাধীন কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে আইন, ২০০০ এর ধারা ২ (চ) নিম্নে উদ্বৃত করা হলোঃ-

" প্রাকৃতিক জলাধার অর্থ নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গা এবং সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারন করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।"

আইন, ২০০০ এর ধারা ২ (চ) এর সংজ্ঞাটি সম্পর্কে রীট আবেদনকারীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মনজিল মোরশেদ এবং ২ নং প্রতিপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব অমিত তালুকদারের এর বক্তব্য একই রুপ এবং তাঁদের বক্তব্য হলো ধারা ২ (চ) এর সংজ্ঞায় উল্লেখিত

মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত এবং সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জায়গার বাহিরেও এমন কোন ভূমি যা সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারন করে ,যা সরকারী বা ব্যক্তি মালিকানাধীন যে ভূমিই হোক না কেন যা সলল পানি কিংবা বৃষ্টির পানি ধারনে সক্ষম উক্ত ভূমিকে আইন, ২০০০ এর ধারা ২ (চ) এর সংজ্ঞায় প্রাকৃতিক জলাধারের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

অপরদিকে ৮-১০ এবং ১২ নং প্রতিবাদীপক্ষে নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব মনিরুজ্জামান এ প্রসংগে বলেন যে, প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞার মমার্থ হলো মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত করা হয়েছে এবং সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারন করে এমন কোন ভূমি। এ প্রসঙ্গে উক্ত বিজ্ঞ আইনজীবী আরও উল্লেখ করেন যে, আইন, ২০০০ এর প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞায় এবং সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারন করে এমন কোন ভূমিও ইহার অন্তভূক্ত হবে শব্দগুলি মূলত: উক্ত সংজ্ঞায় উল্লিখিত পূর্বের শব্দগুলির সাথে সংযোজন (Conjunctive) পূর্বক সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে কিন্তু উহা আদৌ বিয়োজক (Disjunctive) হিসেবে পৃথকভাবে এবং আলাদা বৈশিষ্ট দিয়ে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই । যেহেতু এ পুকুরটি বরিশাল মহানগরীর মাষ্টার প্লানর্ভূক্ত নহে এবং যেহেতু সরকারী গেজেটেও পুকুরটি অন্তর্ভূক্ত করে ইহা ঘোষনা করা হয় নি, সেহেতু এ পুকুরটি আইন, ২০০০ এর ২ (চ) ধারার আওতাভূক্ত নহে।

এ প্রসংগে আদালতের আমন্ত্রণে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবি জনাব প্রবীর নিয়োগী আইন, ২০০০ এর ধারা ২ (চ) এ উল্লিখিত প্রাকৃতিক জলাধার এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষনে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে ৩ টি অংশকে একত্রিত করে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

প্রথমত: মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত নদী, খাল, বিল, দিঘী, ঝর্ণা বা জলাশয়কে উক্ত আইনে প্রাকৃতিক জলাধার এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে ;

দ্বিতীয়ত: সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত কোন জায়গাকে উক্ত প্রাকৃতিক জলাধারের আওতাভূক্ত করা হয়েছে ; এবং

তৃতীয়ত: উক্ত দুটি শ্রেনীর বাইরে সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারন করে এরকম ভূমিকেও প্রাকৃতিক জলাধারের আওতাভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রসংগে উক্ত মি: নিয়োগী আরও উল্লেখ করেন যে,

এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন ভূমিও তৃতীয় দফা অনুযায়ী এই আইনের বিধান অনুযায়ী প্রাকৃতিক জলাধারের আওতাভূক্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যাক যে, সম্মানিত আইন প্রনেতাগন আইন, ২০০০ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুধাবন করে এ আইনটি প্রণয়ন করেছেন এবং এই আইনের ২ (চ) ধারায় প্রাকৃতিক জলাধার এর আওতায় মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার মাষ্টার প্লানে চিহ্নিত নদী, খাল, বিল, দীঘি, ঝর্ণা বা জলাশয় অথবা সরকার, স্থানীয় সরকার বা কোন সংস্থা কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বন্যা প্রবাহ এলাকা হিসাবে ঘোষিত প্রাকৃতিক জলাধারের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া সলল পানি এবং বৃষ্টির পানি ধারন করে এমন কোন ভূমিও উক্ত প্রাকৃতিক জলাধারের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন পুকুরকে উক্ত সংজ্ঞা থেকে বাদ দেয়া হয়নি বরং ইহা উক্ত আইনের ২ (চ) ধারায় প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞাভূক্ত করা হয়েছে।

এই মোকদ্দমাটি বরিশাল মহানগরীর ব্যক্তি মালিকানাধীন একটি পুকুর ভরাটের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস কর্তৃক আনায়ন করা হয়েছে, যাতে উক্ত পুকুরটি তার পূর্বের অবস্থা ফিরে পায় এবং পুকুরটির নিরাপদ পানি এলাকাবাসী তাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতে পারে। সুন্দর ও সুষ্ট পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে নিরাপদ পানির ভূমিকা সর্বোচ্চ। নিরাপদ পানিই প্রানি ও উদ্ভিদকে রক্ষা করতে পারে। ফলে নিরাপদ পানির সংরক্ষন ও পরিমিত ব্যবহার সকলের জন্যই একান্ত আবশ্যক।

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, মহানগর ও বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উম্মুক্তস্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষনের জন্য অত্যন্ত সময়োপোযোগি আইন ,২০০০ প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু পৌরসভা বিহীন প্রতিটি উপজেলা সদর ও থানা সদরকে আইন, ২০০০ এ অন্তভূক্ত না করায় পৌরসভাবিহীন ওই সকল উপজেলা সদরে ও ক্ষেত্রমত থানা সদরে বিদ্যমান খেলার মাঠ, উম্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার বর্তমানে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। ফলে প্রতিনিয়ত স্বার্থানেষী মহল ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে উহার প্রকৃতি ও চরিত্র পরিবর্তনের অপেক্ষায় লিপ্ত।

এ প্রসংগে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত এই যে, বিদ্যমান সকল পৌর এলাকার মত ভবিষ্যৎ প্রজম্মের প্রয়োজনে বর্তমানে পৌরসভাবিহীন প্রত্যেকটি উপজেলা সদর এলাকা ও থানা সদর এলাকাকে

সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে ওই সকল উপজেলা সদর ও থানা সদরকে আইন ,২০০০ এ অর্ন্তভূক্ত করা আবশ্যক । সেমতে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রনালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে, নদীমাতৃক এবং সুজলা সুফলা কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের কৃষি, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণি মূলত: নিরাপদ পানির উপরই নির্ভরশীল। আবহমানকাল থেকেই চাষাবাদ এবং জলজপ্রানি ও উদ্ভিদের জীবনধারনের ক্ষেত্রে নদী, খাল বিলের এবং বিভিন্ন জলাশয়ে ধারনকৃত বৃষ্টির কিংবা প্রবাহিত পানিই প্রধান উৎস। প্রবাহিত ও ধারনকৃত পানির পরিমান বিভিন্ন কারনে ক্রমশ: কমে যাচ্ছে, অপরদিকে জনসংখা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং বিভিন্ন কারনে পানির ব্যবহারের পরিমান দিন দিন বাড়ছে। যেহেতু প্রবাহিত ও ধারনকৃত পানি দিন দিন কমছে এবং পানির চাহিদা পুরনের জন্য ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের পরিমান বাড়ছে, ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমশ: নিচে নামছে । সে কারনে এর প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং জলজ প্রাণি ক্রমশ: বিলুপ্ত হচ্ছে। সেজন্য আমাদের দেশের ভরাট নদী-নালা এবং খাল বিলকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহন করা যেতে পারে।

এ প্রসংঙ্গে স্মরন করা যেতে পারে যে, মানুষের শরীরের ধমনী এবং শীরা উপশীরার ন্যায় আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি ফসলের মাঠের বুক চিড়ে একাধিক ছোট ছোট খাল প্রবাহিত ছিল এবং সেই খালগুলিই বর্ষার পানিতে ভরপুর থাকতো এবং ঐ খালগুলো সি,এস মৌজা মানচিত্রে সরকারী খাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে চুড়ান্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে । ঐ খালগুলোতেই এলাকাভেদে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ প্রাকৃতিক ভাবে বেড়ে উঠতো এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের আমিষের চাহিদা পূরন হতো। এছাড়া ঐ খালগুলোর উভয়পাশে মৌসুমী উদ্ভিদের জন্ম হতো এবং ইহার দ্বারা স্থানীয় বাসিন্দাদের শাক সবজির চাহিদা কিছুটা পূরন হতো। ওই খালগুলো বর্তমান ভূমি জরিপেও সংশ্লিষ্ট মৌজা মানচিত্রে সরকারী খাল হিসাবে চিহ্নিত হয়ে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে ।

কিন্তু ফসলী মাঠের অভ্যন্তরের সে খালগুলোর প্রায় অধিকাংশই বর্তমানে ভরাট হয়ে মৃতপ্রায়। প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম কারনে অধিকাংশ খালগুলো ভরাট হওয়ায় এর দুপাশের জমির মালিকগণ উহা নিজ জমিলপ্ত করে নিজ নিজ জমির পরিমান বৃদ্ধি করেছেন এবং বর্তমানে ওই খালগুলোর অস্তিত্ব প্রায় বিলিন হওয়ায় এখন আর বৃষ্টির পানি ধারন করে জলজ প্রানি কিংবা উদ্ভিদ সৃজনের ক্ষমতা নেই। এছাড়া অতি বৃষ্টি কিংবা অতি পানি প্রবাহের ফলে সৃষ্ট বন্যার কারনে পানি ধারনের ক্ষমতাও ওই খালগুলোর নেই এবং শুকনো

মৌসুমেও পানি ধারনের কোন ক্ষমতা নেই। ফলে অতিবৃষ্টিতে প্লাবন এবং শুকনো মৌসুমে চাষের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতার কারনে আমাদের দেশের উত্তর ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুকরনের লক্ষন দেখা যাচ্ছে এবং পরিবেশের উপর সরাসরি এর বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দুষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রনীত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ এর ২ (কক) ধারায় সংজ্ঞায়িত জলাধারের আওতাধীন ইতোমধ্যে ভরাট হওয়া এবং বেদখল হওয়া নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি ও রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমিকে ধারাবাহিকভাবে সংস্কার এবং নিরাপদ পানি সংরক্ষনের জন্য বার্ষিক বাজেটে বিশেষ কর্মসূচির আওতায় এনে উহা পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সলল পানি ও বৃষ্টির পানির সর্বোচ্চ ধারন ও সংরক্ষন করা গেলে উহার সুফল বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্ম ভোগ করবে বলে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত । এ বিষয়ে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে কার্যকর ভুমিকা পালন আবশ্যাক।

মহানগর ও বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকায় অবস্থিত ব্যক্তি মালিকাধীন হিসেবে রেকর্ডীয় পুকুরগুলিকে অত্র রায় প্রাপ্তির পরবর্তী ১ (এক) বৎসরের মধ্যে আইন, ২০০০ এর ধারা ২(চ) এ উল্লেখিত প্রাকৃতিক জলাধারের সংজ্ঞাভুক্ত হিসাবে গেজেটভুক্ত করে প্রকাশ করার জন্য পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের সচিবকে নির্দেশ দেওয় গেল।

উপরোক্ত পর্যবেক্ষনসহ অত্র রুলটি বিনা খরচায় চুড়ান্ত (absolute) করা হলো ।

এতদ্বারা প্রতিপক্ষদের আলোচ্য পুকুরটির সীমানা বেআইনীভাবে অতিক্রম ও মাটিদ্বারা ভরাট করা থেকে বিরত রাখা হল এবং পুকুরটি রীতিমত সংস্কার ও নিরাপদ পানি সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়া গেল।

অত্র রায়ের অনুলিপি এক্ষুনী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু , পরিবর্তন মন্ত্রনালয় বরাবর প্রেরন করা হোক।

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম ঃ

আমি একমত।

আব্দুর রাজ্জাক/বি.ও.